اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

মহামারী-দুর্যোগ

কারণ ও বাঁচার নববী উপায়

মহামারী-দুর্যোগ

কারণ ও বাঁচার নববী উপায়

গ্রন্থণায়

মুফতী মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন

ইমাম ও খতীব: বাইতুস সালাম জামে মসজিদ
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।
শিক্ষা সচিব: জামিয়া মদীনাতুল উলূম
পূর্ব নূরেরচালা, ভাটারা, ঢাকা।
মোবাইল নং: ০১৭২১১৫৮২৫৯

সম্পাদনায়

মুফতী সাইফুল ইসলাম

প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, মুহাদ্দিস ও শর'য়ী সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে নিয়মিত লেখক]
০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩, ই-মেইল: saifpas352@gmail.com

মহামারী-দুর্যোগ

কারণ ও বাঁচার নববী উপায়

গ্রন্থণায়

মুফতী মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন

সম্পাদনায়

মুফতী সাইফুল ইসলাম

প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,

ফোন +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯।

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

অনলাইন পরিবেশনায় :

www.rokomari.com, www.wafilife.com

ISBN: 978-984-95026-2-3

বানান ও ভাষারীতি: মাওলানা মিজানুর রহমান ফকির

প্রচ্ছদ ও ইনারসজ্জা:

বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা। ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

মূল্য : ১২০ [একশত বিশ] টাকা মাত্র

MOHAMARI-DURJOG; KARON O BACAR NABABI UPAY by Mufti Muhammad Jamaluddin. Published by Kashful prokashoni. 34 Northbrok hall road, Madrasah Market (2nd flour) Bangla Bazar, Dhaka-1100, Mobile : +8801731010740, E-mail: kashfulprokashoni@gmail.com.

উৎসর্গ

আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমায় যাদের উসিলায় আমি পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দিবা-নিশির ঘাম ও চোখের পানি, চূড়ান্ত সাধনা ও প্রার্থনার বদৌলতে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ ও যাতনা সহ্য করে যারা আমাকে লালন করেছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যাদের অবদান অনিস্বীকার্য। ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি ও সফলতার জন্য যাদের দো'আ অত্যাবশ্যকীয়। তারা হলেন আমার পরম স্নেহময়ী, মমতাময়ী 'মা' এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন 'পিতা'। যারা পৃথিবীর সকল 'শ্রেষ্ঠ মা-বাবা'দের অন্যতম। তাদের সুস্থতা এবং দীর্ঘ নেক হায়াত কামনায়-

মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	৬
সম্পাদকের কথা...	৭
লেখকের আরজ	৯
বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনা ভাইরাস	১১
মহামারী ও বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার কারণ	১২
গুনাহের কারণে অবধারিত আযাবে কি মুমিনগণও আক্রান্ত হবে?	১৯
ভাইরাস বিস্তার রোধে করণীয়	২১
রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা	৩১
সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শের আলোকে সংক্রামন বা ছোঁয়াচে রোগের বাস্তবতা	৩৫
মাহামারী থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ কৌশল	৩৮
কোনো ভাইরাসে সংক্রমিত হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক	৩৯
বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফযীলত	৫২
তাওবাহ'র শর্তাবলী	৫৯
সর্বোত্তম ইস্তেগফার ও তাওবাহ	৬০
বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতে দো'আ ও যিকিরের প্রতি মনোযোগী হওয়া	৬২
কতিপয় সংক্ষিপ্ত দুআ	৬৫
মহামারী চলাকালীন জুমআ, জামাত সংক্রান্ত বিধান	৬৮
মহামারী চলাকালীন যাদের মসজিদে আসা উচিত নয়	৬৮
মহামারীর পরিস্থিতিতে যাদের মসজিদে না আসার অনুমতি বা অবকাশ আছে	৬৯
জুমআর নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান	৭০
করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের আশঙ্কায় নামাযের কাতারের মাঝে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ানোর বিধান	৭১
মহামারীর সময় 'মাস্ক' পরে নামায আদায় করার শরয়ী বিধান	৭১
করোনা ভাইরাসের কারণে মসজিদে জুমআ ও জামাত বন্ধের শরয়ী বিধান	৭১
মহামারী ও দুর্যোগের সময় বাসা-বাড়িতে ঈদের নামায পড়ার শরয়ী বিধান	৭২
করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তির গোসল ও জানাযার শরয়ী বিধান	৭৩
ইসলামের ইতিহাসে মহামারী	৭৪
নবী সা. এর যুগে মহামারী	৭৪
সাহাবীযুগে মহামারী	৭৫
তাবে'য়ী যুগে মহামারি	৭৬
মহামারী বিষয়ক ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি	৭৮
পরিশিষ্ট	৮০

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক রাব্বুল আলামীনের জন্যে। আমাদের সুখ-শান্তিতে যিনি একমাত্র প্রশংসার অধিকারী, আমাদের বিপদে যিনি একমাত্র সাহায্যকারী, আমাদের অসুস্থতায় যিনি একমাত্র আরোগ্যদানকারী।

অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীগণের ওপর।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ছোট-বড়, উচ্চ-নিম্ন সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। যাতে রয়েছে মানুষের জীবন পথের পাথেয় এবং সকল সমস্যার সমাধান। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-কষ্টে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কিত সকল দিক-নির্দেশনা। ইহকাল ও পরকালের সুখ, শান্তি ও সফলতা প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে উত্তরণের নববী আদর্শ। নিঃসন্দেহে চলমান পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস আমাদের জন্য মহাবিপদ। তাই এই বিপদ থেকে রক্ষা ও মুক্তি পেতে হলে নববী আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করা অপরিহার্য। এহেন পরিস্থিতিতে এ জাতীয় বিপদাপদ ও মহামারীর স্বরূপ এবং এ থেকে উত্তরণের সঠিক উপায় সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের জানা থাকা আবশ্যক। এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন এবং বইয়ের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং পাঠকসহ আমাদের সকলকে দুনিয়ার সকল বিপদাপদ, বালা-মুসিবত ও জটিল ও কঠিন রোগ-ব্যাধি থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

প্রকাশক

সম্পাদকের কথা...

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ....

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে এমন এক দীন দিয়েছেন যাতে রয়েছে সব ধরনের সংকটের পরিস্ফুট সমাধান। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যার আচার-আচরণ, উচ্চারণ ও সমর্থনে চিত্রায়িত হয়েছে সকল পরিস্থিতির জীবনালেখ্য।

কোনো সংক্রামক রোগ যখন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে খুব দ্রুত সংক্রমিত হয়ে পড়ে তখন বলা হয় সেই রোগটি মহামারী আকার ধারণ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে অসংখ্য মহামারী মানবকূলে আঘাত হেনেছে। মৃত্যু হয়েছে কোটি কোটি মানুষের। নানা কারণেই একটি ছোট অঞ্চলে প্রাদুর্ভাব ঘটা রোগ ছড়িয়ে যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।

সেই ধারাবাহিকতায় চীনের উহান থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস আজ মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে ভাইরাসটির সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৯,৭৬,০২১ [২৩/০৯/২০পযর্ন্ত] লোক নিহত হয়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের বহু মহামারীর ঘটনা পাওয়া যায়।

৬ষ্ঠ হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় পারস্যের মাদায়েনে মহামারী রূপে দেখা দেয় প্লেগ। ১৮ হিজরিতে খলিফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে সিরিয়ার আমওয়াস অঞ্চলে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মুগিরা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার গভর্নর থাকাকালে ৬৬ হিজরীতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্বয়ং মুগিরা ইবনে শুবা এতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। পঞ্চম উমাইয়া খলিফা আব্দুল আজিজ ইবনে মারওয়ানের আমলে মিশরে মহামারী দেখা দেয়। উমাইয়া শাসনামলে এত বেশি মহামারী হয়েছিল যে, মহামারী যেন লেগেই থাকত।

এমনিভাবে ইসলামের অতীত ইতিহাসে অনেক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

মহামারী সময় পূর্ববর্তী মুসলিম সমাজের জীবন-যাপন কেমন ছিল ইতিহাসের কিতাবে তারও বর্ণনা পাওয়া যায়।

৮৩৩ হিজরীতে মিসরে দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ মহামারী। মিসরের আসকালানে বাস করতেন জগদ্বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি। মহামারিতে তার কন্যা মারা যান। কন্যার বিয়োগব্যথায় তিনি মহামারীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য নিয়ে সাড়ে চারশতাধিক পৃষ্ঠার একটি কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করে ফেলেন, নাম 'বাযলুল মাউন ফী ফাযলিত তাউন।'

ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থে মহামারী সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 'মহামারী হলো পাপের সাজা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পূর্ববর্তী অনেক উম্মতকে মহামারী দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। তার কিছু প্রভাব পৃথিবীতে থেকে গেছে। সেটাই কখনো কখনো আসে, আবার চলে যায়।' কিছু বর্ণনামতে, মহামারী হলো মুমিনদের রহমত এবং শাহাদাত। কিন্তু কাফিরদের জন্য আযাব। (বাযলুল মাউন ফী ফাযলিত তাউন, পৃ. ৭৮)

এভাবে মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোর্গকালীন সময়ে করণীয় ও সেগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে নানা পথ ও পন্থা দেখিয়েছেন মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যুগে যুগে আঘাত হানা মহামারীগুলোতে সমকালীন আলেমগণ উম্মতকে দেখিয়েছেন সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা।

আলোচ্য গ্রন্থে বন্ধুবর অনুজ নবীন গবেষক আলেম মুফতি জামালুদ্দিন সাহেব বর্তমান করোনা সঙ্কট থেকে উত্তোরণের নববী উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা পেশ করেছেন, যা পাঠে সর্বমহল উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত পড়েছি। আমার সিমীত জ্ঞান মতো প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করে নির্ভুল করার চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তথাপি কোনো ভুল পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞা ও দো'আয় শরীক করতে কার্পণ্য করবো না।

মুফতী সাইফুল ইসলাম
প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও মুহাদ্দিস,
ভাটারা, ঢাকা-১২১২,
saifpas352@gmail.com

লেখকের আরজ

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা এবং মুক্তিদাতা। তাঁর হাতেই আমাদের জীবন-মরণ। তাঁর হাতেই আমাদের ইজ্জত-সম্মান। তিনিই একমাত্র ইলাহ ও প্রভু। তিনি ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই। তিনিই আমাদের বিপদে সাহায্যকারী। তিনি ব্যতীত আর কোনো সাহায্যকারী নেই। তিনিই আমাদের অসুস্থতায় আরোগ্যদানকারী। তিনি ব্যতীত আর কোনো আরোগ্যদানকারী নেই। তিনি ব্যতীত কোনো রক্ষাকারী নেই। তিনি ব্যতীত কোনো মুক্তিদাতা নেই। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।

অসংখ্য অগণিত দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল, উম্মতের কাণ্ডারী মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। যিনি অন্যায়-অবিচার, যুলুম-অত্যাচার, আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে আলোর মশাল নিয়ে আগমন করে মানুষকে মহা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দুনিয়ার মানুষের সুখ-শান্তি, সফলতা ও মুক্তির জন্য ইসলামের মতো পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনবিধান নিয়ে এসেছেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ আমরা সে জীবনবিধান থেকে দূর থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়েছি। যার কারণে আমরা সুখ-শান্তি ও সফলতা হারিয়ে ফেলেছি। শুধু তাই নয় আজ আমরা ধ্বংসের দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। বিভিন্ন বালা-মুসিবত বিপদ ও বিপর্যয়ে নিপতিত হয়েছি। আজ পৃথিবীর মানুষ প্রতিনিয়ত ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, প্লাবন, জলোচ্ছাস, সোনামী, অনাবৃষ্টিসহ জটিল ও কঠিন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগ-ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে এবং এতে আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। চলমান মহামারী করোনা ভাইরাস তার ভয়ানক দৃষ্টান্ত। যার ভয়াবহ ছোবল আর নির্মম থাবায় গোটা পৃথিবী আজ ছিন্নভিন্ন।

করোনা নামক এই ভাইরাস থেকে রক্ষাকল্পে মানুষ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতামূল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কিন্তু ফলাফল

প্রায় শূন্যের কোঠায়।

কারণ; কুরআন-সুন্নাহ, ইসলাম ও শরীয়তের দাবী মতে এ জাতীয় বিপর্যয় ও বিপদাপদ এমনিতেই আসে না; বরং এর পেছনে কিছু কারণ ও উপলক্ষ রয়েছে। ঠিক তদ্রূপ এ থেকে উত্তরণেরও কিছু উপায় ও পন্থা রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে এ জাতীয় বিপদাপদ ও মহামারীর প্রেক্ষিত এবং এ থেকে উত্তরণের সঠিক উপায় সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিম, মুমিন এমনকি প্রত্যেক মানুষের জন্য জানা থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় এই মহাবিপর্যয় থেকে আমাদের মুক্তি মিলবে না।

এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই চেষ্টাকে কবুল করুন এবং এই বইয়ের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং পাঠকসহ আমাদের সকলকে দুনিয়ার সকল বিপদাপদ, বালা-মুসিবত ও জটিল ও কঠিন রোগ-ব্যাধি থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

মুফতী মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন

ইমাম ও খতীব: বাইতুস সালাম জামে মসজিদ
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।
শিক্ষা সচিব: জামিয়া মদীনাতুল উলূম
পূর্ব নূরেরচালা, ভাটারা, ঢাকা।

বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনা ভাইরাস

কোনো সংক্রামক রোগ যখন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে খুব দ্রুত সংক্রমিত করে ফেলে; তখন সে রোগটিকে মহামারী বলা হয়। সে হিসেবে পৃথিবীময় চলমান করোনা ভাইরাস ঘটিত কোভিড-১৯ কে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

নভেল করোনা ভাইরাস আকৃতির দিক থেকে এত ক্ষুদ্র একটি জীবাণু যা খালি চোখে দেখা যায় না। এমনকি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও তাকে দেখা যায় না। বরং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাকে দেখা যায়। এ জন্যই অনেকেরই জানার কৌতূহল হয় যে, এ ভাইরাসটি আসলে কতটা ক্ষুদ্রাকার।

করোনাভাইরাস এক ধরনের বৃত্তাকার ভাইরাস, যার ব্যাস ১২৫ ন্যানোমিটার। এর প্রোটিন আবরণের ব্যাস ৮৫ ন্যানোমিটার এবং এর স্পাইকগুলো ২০ ন্যানোমিটার লম্বা। প্রতিটি করোনা ভাইরাসে গড়-আনুপাতিক ৭৪টি স্পাইক থাকে।

অতি আণুবীক্ষণিক ভাইরাসের আকৃতি ব্যাখ্যা করতে ন্যানোমিটার বলতে যে একক ব্যবহার করা হয়েছে, তা সর্বজন বোধগম্য নাও হতে পারে। তাই আগে ন্যানোমিটার বিষয়ে হালকা আলোকপাত করা দরকার বলে মনে করছি।

এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক মাইক্রোমিটার এবং এক মাইক্রোমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ হলো এক ন্যানোমিটার। আমরা খালি চোখে ১০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত বস্তুকে দেখতে পাই। যেমন, ঘরের ভেতর সূক্ষ্ম আলোক রশ্মি পড়লে আমরা অনেক ধূলিকণা, বায়ুবাহিত বিভিন্ন উপাদান দেখতে পাই। উল্লেখ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে রোগ সৃষ্টিকারী প্রায় সব ব্যাক্টেরিয়া ও জীবাণুই এর চেয়ে ক্ষুদ্রাকার। তাই ব্যাক্টেরিওলজির গবেষণায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে।[১]

প্রিয় পাঠক! মহামারী করোনা ভাইরাস যদিও নতুন। কিন্তু মানবসভ্যতার

১. সূত্র: ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, দৈনিক যুগান্তর, ০৮ জুলাই ২০২০।

ইতিহাসে এ জাতীয় মহামারী নতুন কিছু নয়।

পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য মহামারীর ঘটনা ঘটেছে এবং এসব মহামারীতে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। চলমান বিশ্বে মহামারী করোনা ভাইরাস তার ভয়ানক দৃষ্টান্ত। যার ভয়ানক ছোবলে গোটা পৃথিবীর জীবনযাত্রা থমকে দাঁড়িয়েছে।

মহামারী ও বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার কারণ

একজন মুসলিম ও মু'মিন হিসেবে অবশ্যই এই ঈমান ও বিশ্বাস থাকতে হবে এবং থাকা উচিত যে, পৃথিবীতে অতীতে যা কিছু হয়েছে, বর্তমান হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। সাথে সাথে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই পার্থিব জীবনে কারণ বা উপকরণ ছাড়া কিছুই সংঘটিত হয় না। মহামারী, দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের বিষয়টিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এ জাতীয় মহামারী বিপর্যয় ও দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে মৌলিকভাবে একটি কারণ রয়েছে:

পৃথিবীতে মহামারী, বিপদাপদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ মানুষের গুনাহ:

মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলা অবধ্যতায় মেতে উঠে। আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মারাত্মক গুনাহের কাজকেও গুনাহ মনে করে না। বরং নির্দ্বিধায় সব গুনাহের কাজ করতে থাকে। তখন মানুষের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব অবধারিত হয়ে যায়। মানুষের অবাধ্যতা ও গুনাহের কারণেই জল ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দেয়।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

জল ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[২]

২. সূরাহ আর-রুম, আয়াত : ৪১।

আল্লামা আলূসী রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহর বিধান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তখন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়, অধিকহারে অগ্নিকাণ্ড ও প্লাবন ঘটে, সকল জিনিস থেকে কল্যাণ উঠিয়ে নেয়া হয়, সকল জিনিসের উপকারিতা হ্রাস পায় এবং ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। (৩)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কিছু গুনাহের ব্যাপারে উম্মাতকে সতর্ক করে গিয়েছেন এবং উম্মাতকে ভবিষ্যৎবানী শুনিয়েছেন যে, যে জাতির মাঝে এ জাতীয় গুনাহ বিস্তার লাভ করবে সে জাতির ওপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। পাঠকদের উপকারার্থে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا، إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জাতির মাঝে ব্যাভিচার আর সুদ প্রসার লাভ করে সে জাতি নিজেদের ওপর আল্লাহর আযাব অবধারিত করে নেয়।(৪)

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

৩. সূত্র-'তাফসীরে রুহুল মা'আনী' ১৫/৩৭৭,

৪. মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৪৯৮১,

আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও।

১. যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এমন সব রোগ-ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

২. যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ ও কঠিন বিপদ-মুসিবত এবং বাদশার যুলুম-অত্যাচার নেমে আসে।

৩. যখন কোনো জাতি যাকাত আদায় করা বন্ধ করে দেয়, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্টে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না।

৪. যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় শত্রুকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়।

৫. যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।[৫]

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ» فَقِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا.

৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০১৯।

আলী ইবনে আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাত যখন পনেরটি (গুনাহের) অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন তাদের উপর বিপর্যয় ও বালা-মুসিবত এসে পড়বে। প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন,

১. যখন গানীমাতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে।

২. যখন আমানাত লুটের মালে পরিণত হবে।

৩. যখন যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে।

৪. যখন সন্তান নিজের স্ত্রীর আনুগত্য করবে।

৫. কিন্তু তাঁর মায়ের অবাধ্য হবে।

৬. যখন সন্তান তাঁর বন্ধুর সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

৭. কিন্তু পিতার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে।

৮. যখন মসজিদে শোরগোল করা হবে।

৯. যখন সম্প্রদায়ের সর্বাধিক খারাপ চরিত্রের লোক সম্প্রদায়ের নেতা হবে।

১০. যখন কাউকে তার অনিষ্টতার ভয়ে সম্মান করা হবে।

১১. যখন মদ পান করা হবে।

১২. যখন পুরুষরা রেশমী পোশাক পরিধান করবে।

১৩. যখন গায়িকা ও নৃত্যকী গ্রহণ করা হবে।

১৪. যখন গানবাদ্য গ্রহণ করা হবে।

১৫. যখন এই উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে। তখন তোমরা অগ্নিবায়ূ অথবা ভূমিধ্বস অথবা চেহারা বিকৃতির আযাবের অপেক্ষা কর।[৬]

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত হাদীসগুলোতে যে সমস্ত গুনাহের কথা বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে এমন একটি গুনাহ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, বর্তমান সময়ে মানুষ যাতে লিপ্ত নয়। বরং বাস্তবতা তো এটাই যে, আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এ জাতীয় গুনাহ প্রতিনিয়ত হচ্ছে এবং হয়েই চলছে। এর পরেও যে, আসমান থেকে এখনো বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, জমিন থেকে এখনো ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, সূর্য এখনো আলো

৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২১০, ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

দিচ্ছে, এখনো রাত-দিনের পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমাদের জীবনব্যবস্থা এখনো ঠিক আছে, নিঃসন্দেহে এগুলো দয়াময় প্রভুর অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। কুরআনুল কারীমে একথাই তিনি বলেছেন,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

তোমাদের ওপর যে বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মের ফল এবং তিনি তো অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৭]

উপরোক্ত আয়াতে দয়াময় প্রভু এ কথাই বলেছেন, তিনি আমাদের অসংখ্য গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি যদি আমাদের গুনাহ ক্ষমা না করতেন, তাহলে আমাদের কৃত গুনাহের কারণে অবধারিত শাস্তির ফলে তাঁর এই পৃথিবীতে বসবাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। আমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেতাম। কুরআনুল কারীমে একথাও আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের যুলুম-অন্যায় ও অপরাধের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো প্রাণী অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না।[৮]

প্রিয় পাঠক! এখানে যুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গুনাহ। যত গুনাহ আছে সবই যুলুম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যত প্রকার যুলুম আছে সবই আমাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত হচ্ছে। সুদ, ঘুষ, মদ্যপান, বেপর্দা-বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, ব্যাভিচার, ওজনে কম দেয়া, ধোকা-প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা, অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ হস্তগত করা, মানুষের প্রতি যুলুম করা এ জাতীয় সব গুনাহে আমরা লিপ্ত আছি। অপরদিকে আমরা ইসলাম ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিধানগুলোর প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলছি। আমরা বিনা কারণে নামায ছেড়ে দিচ্ছি, যাকাতকে জরিমানা মনে করছি, রোযাকে শাস্তি মনে করছি এবং হজ্বকে অর্থনৈতিক অপচয় মনে করছি। এতো কিছুর পরও যে, দয়াময় প্রভু আমাদের ধ্বংস করে দেননি, এটা তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া

৭. সূরা শুরা, আয়াত : ৩০।
৮. সূরা নাহল, আয়াত :৬১।